যুগান্তর

তারিখ ২1 OCT 2015 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

সৃজনশীল 'তন্ত্র' আর গোল্ডেন 'মন্ত্র' দিয়েও বিকল শিক্ষাযন্ত্র

ড. মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দ

দুই যুগ আগে শিক্ষার কোনো স্তরকে সৃজনশীল বলা না হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'সৃজনী' পরীক্ষা ছিল। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে ছাত্রছাত্রীরা কয়েকদিন মাটি, পাট কিংবা বাঁশ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। পুতুল, নৌকা, হাতি, ঘোড়া, বাঁশি ইত্যাদি বানিয়ে শ্রেণী শিক্ষকের কাছে জমা দিত। আমার মতো অনেকেই হয়তো বড়ভাই কিংবা দাদাকে দিয়ে তৈরি ছন বা বাঁশের ঝাড়ু জমা দিয়েছে। এসব জিনিসের বাজারমূল্য থাকায় নম্বর কখনোই কম পাইনি। কয়েক বছর আগে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত সৃজনশীল 'তন্ত্র' চালু করেছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই পড়বে ও শিখবে এবং সমমানের অজানা সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে। এজন্য শিক্ষক কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তৈরি করতে হবে সমমানের অজানা বিষয়বস্তু। প্রশ্ন হল, এ কাজ করার মতো সময় ও সামর্থ্য ক'জন শিক্ষকের আছে? সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের যে বেতন দেয়, তাতে সৃজনশীল চিন্তা নিয়ে কি জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব? আর মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় সব শিক্ষককেই মাসিক পে-অর্ডারে মূল বেতন দেয়া হয়। অর্থাভাবই তাদের টিউশনি বা গৃহশিক্ষকতার দিকে তাড়িত করছে— এ কথা বললে কি খুব বেশি ভুল বলা হবে? কিন্তু সরকার কর্তৃক চাপানো বইবহির্ভূত প্রশ্ন তো তাদের করতে হবে! এজন্য শিক্ষকদের অপ্রকাশিত চাহিদায় থাকে বিকল্প প্রশ্নসম্ভারে সজ্জিত গাইড ও নোট বই। তারাই শিক্ষার্থীদের গাইড ও নোট বই পড়ার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশনা দেন। এমনকি, কোনো শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকরা ভিন্ন ভিন্ন গাইড ও নোট বই অনুসরণ করলে অনেক শিক্ষার্থী একাধিক গাইড ও নোট বই কিনে থাকে। এ অবস্থায় দামি গাইড বই, নাকি বিনামূল্যের সৃজনশীল পাঠ্যবই— কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দেবে— এ নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা রকমের দ্বন্দ্ব।

যে দ্বন্দ্বই থাকুক, সন্তানের বেশি নম্বর পাওয়া নিয়ে কোনো অভিভাবকের দ্বন্দ্ব নেই। আর এজন্য অধিকাংশ বিদ্যালয় বছরের পাঠ্যক্রমকে সেমিস্টারে ভাগ করে পরীক্ষা নেয়। মাথার চামড়ার নিচে কোনোমতে পাঠটুকু ঢুকিয়ে সাময়িক পরীক্ষা নেয়ার পর তা আর বার্ষিক পরীক্ষায় যোগ করা হয় না। সাময়িক পরীক্ষার নম্বরের অংশ বার্ষিক পরীক্ষায় যোগ করলে কী হবে, পড়াটুকু তো পুনঃচর্চা হয় না। শিশুরা কি ক্ষণস্থায়ী পড়া মনে রাখতে পারছে? তবে অভিভাবকরা গ্রেড নিয়ে তুষ্ট থাকছে। এদিকে সরকার প্রাথমিক সমাপনী পর্যায় থেকে যোগ করেছে বিভিন্ন মাত্রার গ্রেড, যাকে 'গোল্ডেন ফাইভ' নামে সজ্জিত করা হয়েছে। গোল্ডেন মন্ত্রে মগজ ধোলাই হওয়া অভিভাবকরা তাদের সন্তানকে গ্রেডধারী করতে ঘুম হারাম

করে ফেলেছে। শিশুদের পড়তে হচ্ছে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা বড় বড় বই, লিখতে হচ্ছে ছোট-বড় নানা ধরনের প্রশ্নোত্তর। এর মহড়া দিতে গিয়ে বিস্তার ঘটেছে গাইড ও নোট বইয়ের, গৃহশিক্ষকতা ও কোচিং বাজারের।

এর সঙ্গে সংযোজন হয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রবণতা। শুধু ছাত্র কেন, গ্রেড মরীচিকায় আক্রান্ত কোনো অভিভাবকই কি ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে? এখানে ব্যক্তি নৈতিকতার মূল্য কতটুকু— যেখানে তা বন্ধ করার কোনো সুযোগ ব্যক্তিবিশেষের নেই। গত ছয় বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে গড়ে দশটির বেশি মামলা হলেও কারও শাস্তি হয়েছে বলে শুনিনি। সরকারের কঠোরতার অভাব এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি বিরাজ করলে সবাই ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রকে ভালো ফলাফল করার কৌশল হিসেবে গ্রহণ করবে নাকি? এ বছর মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের স্লোগান 'প্রশ্ন যদি হয় ফাঁস, পড়ব কেন বারো মাস' অবশ্যই যৌক্তিক।

প্রশ্ন হল, গোল্ডেন মন্ত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সৃজনশীল 'তন্ত্র' নিয়ে কি আমাদের শিক্ষা প্রশাসন স্বস্তিতে আছে? ব্যবসাবান্ধব

পরিবেশ পেয়ে প্রকাশক, শিক্ষক এবং কোচিং সেন্টারগুলোর তো শান্ত থাকারই কথা। প্রকাশকরা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বাজারে নিয়ে এসেছে হরেক রকমের গাইড ও নোট বই। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে অতিরিক্ত বই প্রকাশ করে তারা ভালো ব্যবসা করছে। বাজারে সুপ্ত চাহিদা থাকায় এগুলো বন্ধ করে দেয়ার হুমকিতে তারা মোটেও বিচলিত নয়। অন্যদিকে শিক্ষকরাও তো গৃহশিক্ষকতা ও ব্যাচে পড়ানোর মাধ্যমে বেতনের কয়েকগুণ আয় করতে পারছে। আর কোচিং সেন্টারগুলো তো বাসা ভাড়া, বেঞ্চ, বোর্ড ও মার্কারে নামমাত্র বিনিয়োগ করে অতি মুনাফায় ফুলেফেঁপে উঠছে। এরা সবাই এ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে না?

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা আনতে হলে দরকার সৃজনশীল পরিবেশ। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কেন, বাবা-মা ভালো বন্ধু হতে পারলেও শিশুদের খেলার সাথী শিশুরাই। অবুঝের মতো আমরা কেন প্রশ্নপত্র দিয়ে সৃজনশীলতা আনার চেষ্টা করছি? সম্প্রতি একজন শিক্ষাবিদ তার জরিপের ফলাফলে দেখলেন, প্রাথমিক সমাপনী পাস করা এক-তৃতীয়াংশ শিশু কোনো বিষয়ের ওপর পাঁচটি বাক্য লিখতে কিংবা যোগ-বিয়োগ অংক কষতে পারে না। এটা নম্বর প্রদান সহজীকরণ করার জন্য হয়েছে কিনা, ভেবে দেখার বিষয়। নীতিকথার মতো সরকার শিশুদের বিকাশে খেলাধুলার পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলছে। ভেতরের সত্য এটাই যে, অনেক বিদ্যালয় খেলাধুলার সুবিধা না দিতে পেরে এর প্রতিস্থাপন হিসেবে সিলেবাসে অতিরিক্ত বই যোগ করে চলেছে। শিক্ষাঙ্গনে শারীরিক শাস্তি বন্ধ করতে সরকার বেশ তৎপর হলেও 'বই-চাপ' কমাতে মোটেও তৎপর নয়। 'বই-চাপে' শিশুরা যেখানে মাথাব্যথায় আক্রান্ত, সেখানে তারা কী সৃজন করবে?

এ অবস্থায় সরকারকে কথায় ও কাজে এক হতে হবে। সরকার একদিকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে, অন্যদিকে শিক্ষাকে পণ্য বানাতে দিচ্ছে। সমাপনীতে পাস-ফেল রেখে কি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাধাপ সমাপ্ত করা যায় না? গ্রেড প্রকাশ না করে বৃত্তির মতো ব্যবস্থা আগেও তো ছিল। আর কম গ্রেডধাপ রেখে উদারীকরণ করা যেতে পারে জুনিয়র মাধ্যমিক পরীক্ষা। এতে শিশুদের ওপর চাপ অনেকাংশে কমবে। সহজ যুক্তি দিয়ে বুঝানো হলেও বইবহির্ভূত প্রশ্নপত্র বা নম্বর পাওয়া সহজীকরণ দিয়ে কি শিক্ষা কাঠামোয় পরিবর্তন সম্ভব? মনে পড়ে, প্রায়ই শিক্ষামন্ত্রী বলতেন, শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো হবে। অথচ অষ্টম বেতন স্কেলে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব পর্যায়েই শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন করে আন্দোলনে নামানো হয়েছে। শিক্ষকদের অসন্তুষ্ট রেখে কি শিক্ষা কাঠামোয় গুণগত পরিবর্তন এবং মানবসম্পদ সৃষ্টির শিক্ষাযন্ত্র কার্যকর রাখা সম্ভব?

সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
akanda_ai@hotmail.com